বৃহত্তর বাংলাচর্চা

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা

ময়ূখ দাস

Scanned by CamScanner

বৃহত্তর বাংলাচর্চা

সমাজ ও সাহিত্য

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা
ময়ূখ দাস

কলকাতা:
পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র;
২০২০ খ্রি.

Scanned by CamScanner

Brihattara Banglacharcha

An Anthology on Bengali Society and Literature

(Vol. I)

Edited by Mayukh Das

ISBN 978-93-88207-83-6 (Paper Back)
978-93-88207-84-3 (E-Book)

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি.

গ্রন্থস্বত্ব

© পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ২০২০ খ্রি.

প্রকাশকের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত এই সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত কোনও প্রবন্ধ বা প্রবন্ধসমূহ, সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে পুনঃপ্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, পুনর্ব্যবহার, পুনর্নির্মাণ, পুনঃউৎপাদন করা যাবে না বা পুনঃউৎপাদনের জন্য যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিন উপায়ে সংরক্ষণ তথা হস্তান্তর করা যাবে না। প্রচ্ছদ বা সূচিপত্র ছাড়া এই গ্রন্থে প্রকাশিত কোনও প্রবন্ধ বা প্রবন্ধসমূহ, সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা যাবে না। এই সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত যাবতীয় প্রবন্ধ-এ উপস্থাপিত তথ্য, ব্যক্ত মতামত, গৃহীত সিদ্ধান্ত, ভাষা, ইঙ্গিত, দৃষ্টিকোণ প্রভৃতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট লেখকের বা লেখকদের। এগুলির জন্য সম্পাদক, প্রকাশক অথবা সংস্থা কোনোভাবে দায়ী থাকবে না।

প্রকাশক

মলয় দাস

সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র

মধ্যকল্যাণপুর, বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৪৪

মুদ্রণ

এস. পি. কমিউনিকেশন প্রা. লি.

৩১ বি., রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য

৩০০.০০ টাকা

Scanned by CamScanner

সূচি

	প্রাক্-কথন	৫
১.	বাউল ধর্ম দর্শনের প্রাচীনতম নিদর্শন: *চর্যাপদ* সৌম্যজিৎ চৌধুরী	৭
২.	ঐতিহ্যও বিবর্তনের ধারায় বাংলার কীর্তন ও কীর্তনাঙ্গীয় সাহিত্য: প্রসঙ্গ আদিও মধ্যযুগ সায়নদীপ ব্যানার্জী	১৪
৩.	*দুর্গামঙ্গলের* কবি ভবানীপ্রসাদ রায়: একটি অনুসন্ধান শুভাশিষ গায়েন	২৬
৪.	লালনের লোকগান: লোকসাহিত্যের সমাজ-আরশি স্নিগ্ধা চক্রবর্তী	৩৮
৫.	বিবর্তনের পথে অপদেবতা: প্রসঙ্গ কোচবিহারের মাসান সৌম্যদীপ বসু	৪৭
৬.	একটি কুলীন কন্যা উদ্ধার ও কয়েকটি প্রশ্ন ভাস্বতী চ্যাটার্জী	৬২
৭.	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চা ও উনিশ শতক: একটি পর্যালোচনা কস্তুরী গুপ্ত	৭০

Scanned by CamScanner

বাউল ধর্ম দর্শনের প্রত্ন নিদর্শন: *চর্যাপদ*

সৌম্যজিৎ চৌধুরী
এম.ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারাপথে চর্যাপদ এক আশ্চর্য ও অলঙ্ঘনীয় মাইলফলক। আবিস্কৃত হবার হাজার বছর পরেও কেবলমাত্র ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রেই নয় সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন এমন কি চিন্তা চেতনা বিশ্বাস-সংস্কার ও সামাজিক মূল্যবোধে চর্যার প্রত্যক্ষ ও অমোঘ প্রভাব আজও সতত ক্রিয়াশীল। চর্যাগীতির গুরুত্বের দিকটি অবশ্যই বহুমুখী হলেও মূলত দুটি বিষয়ের উপর তা সর্বাধিক। একটি তার ভাষা ও সাহিত্য, অন্যটি হল তার আধ্যাত্মদর্শন ও গুহ্য সাধন পন্থা। চর্যার এই সহজ মত ও সাধন প্রণালীর সার্থক দায়ভাগী বাংলার বাউল।

'বাংলার বাউল' কি সাধারণের না কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের এই আলোচনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এর উত্তর দিচ্ছেন বাউল বিশেষজ্ঞ সুধীর চক্রবর্তী–

> বাউল কথাটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে এক Generic সংজ্ঞা। সবাই আসতে চাইছে বা বিবেচিত হতে চাইছে বাউল বলে। যথার্থ বাউলকে, কী তার জীবনাচরণ, তার করণকারণ, কী তার অঙ্গবাস, সে সব কে নির্ণয় করছে ? একটু ঘনিষ্ট বিচারে হয়তো দেখা যাবে কেউ কর্তাভজা, ..., কেউ জাত বৈষ্ণব, ..., কেউ যোগী– কিন্তু সকলেই ঢুকে গেছে বাউলের সর্বজনীন পরিচয়ের গৌরবে - কারণ বাউলদের গ্রহণীয়তা সমাজে আজকাল খুব ব্যাপক।[১]

কিন্তু বাউল আমরা কাকে বলবো ? লালন শিষ্য দুদ্দু শাহ বলেন– 'যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল'। আবার নানা আসরে বিভিন্ন বাঁধাবুলি শোনা যায়–

> 'ব' কথার অর্থ বায়ু আশ্রিত, 'উ' বলতে যথাতথ আর 'ল' বলতে লয়। অর্থাৎ যারা বায়ু যোগে সাধনা করে, সর্বত্র যাতায়াত করে এবং লয় পেটে যায় (যদৃ.) সবার মনে। সকলেই যাদের ভালবাসে।

বাংলাদেশে বাউল গান একটি তত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হয়েছে, ধর্ম হিসাবে নয়। বৈদিক আচার আচরণ কর্মকাণ্ড বিরোধী এদের সাধনায় রাগানুগা সাধনা ও পরকীয়া মৈথুনকেন্দ্রিক কায়াবাদ আছে। ইসলামি স্পর্শ, সুফিবাদের সংগ্রাম আছে। বাউল ভাবনায় এক উদার ও সম্বন্বয়বাদী মানবচেতনা কাজ করছে, যার নেতৃত্বে শাস্ত্র বা মন্ত্র নেই আছে

Scanned by CamScanner

শুধু গান আর গুরুর নির্দেশ। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় বাংলায় নানারকম লোকায়ত ও শাস্ত্র বিরোধী ধ্যানধারণায় এক সমৃদ্ধ উদ্ভাস বাংলায় বাউল।

আমিনুল ইসলাম এর মতে বাউল ধর্মের উৎপত্তি সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে মুসলমান মাধববিবি ও আউলচাঁদই বাউল মতের প্রবর্তক এবং মাধববিবির শিষ্য নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র বাউল মত জনপ্রিয় করেন। নিত্যানন্দ তাঁর পুত্র বীরভদ্রকে বলেছেন–

শীঘ্র করি যাহ তুমি মদিনা শহরে ...
তথা যাই শিক্ষা লহ মাধব বিবির সনে
তাঁহার শরীরে প্রভু আছেন বর্তমানে।
মাধববিবি বিনে তোর শিক্ষা দিতে নাই
তাহার শরীরে আছেন চৈতন্য গোঁসাই।[২]

বাউল শব্দের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। পনেরো শতকের শেষ পাদে *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*-এ 'ক্ষেপা' ও ষোলো শতকের শেষ পাদে *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ 'বাহ্য জ্ঞান হীন' অর্থে 'বাউল' শব্দের আদি প্রয়োগ দেখা যায়। চৈতন্যদেবকে বাউলদের আদি গুরু বলেছেন অক্ষয়কুমার দত্ত।[৩] তবে শুধু মধ্যযুগের সাহিত্যই নয় আদিযুগের সাহিত্য নির্দশন *চর্যাপদে* বাউল শব্দটি আছে– 'বায়ূড়া' নামে (বায়ুবৃত্তক> বাউউট্টঅ> বায়ুড়া, বায়ূড়া, ২০ নং চর্যায়) টীকাতে বলা আছে– 'বাসনা বরাকী কথং বিদ্যতে। ন বিদ্যতে এব পরং'।[৪] এরপর ১০ নং চর্যায় পাই 'বাপুড়ি' শব্দ (বর্পবৃর্ত্তিক> বপ্পউড্ডিঅ> বাপুড়িঅ> বাপুড়ী)। বাপুড়ী শব্দের অর্থ নৈরাত্ম, ঘৃণালজ্জা দোষ রহিতা নগরের প্রান্তবাসী। এগুলি বাউল সম্পদায়ের সাধকদের লক্ষণ। তাই লেখা অসংগত হবে না যে, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকেরাই হচ্ছে আদি বাউল সম্প্রদায়। ক্ষিতিমোহন সেন জানাচ্ছেন–

> ভারতের পূর্ব উত্তর সীমান্তে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের মতো অবৈদিক মত থেকে বাউল ধর্মের উৎপত্তি।[৫]

বাউল ও *চর্যাপদের* সম্পর্কে আরও নিবিড় করে বাংলাদেশি অধ্যাপক এস. এম. লুৎফর তাঁর 'বাউল শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন অবহট্ট রচনায় ও *চর্যাগীতিতে* ব্যবহৃত বাজুল, বাজিল, বাজির, বাজ্জিল শব্দগুলি বাউল শব্দের পূর্বরূপ। তাঁর মতে বজ্রী > বজ্জির > বাজির / বজ্জিল > বাজিল > বাজুল > বাজুল > বাউল। বজ্রযানী বৌদ্ধদের যদি বজ্রকূল নামে অভিহিত করা হয়, তবে বলা যায় বজ্রকূল থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি; বজ্রকূল > বজ্জউল > বাজুল > বাউল।[৬]

তবে শুধু শব্দ নয় *চর্যাপদের* ধর্ম দর্শনের সাদৃশ্যও রয়েছে বাংলার বাউলে। চর্যার সাধকদের মতে বাউল সাধকেরাও মন্ত্র, তন্ত্র, ধ্যান, সমাধি, শাস্ত্র-সংস্কার, লোকাচারের প্রতি প্রথম থেকে বীতশ্রদ্ধ। লুই পা প্রথম চর্যাতেই জানাচ্ছেন–

সঅল স [মা] হিঅ কাহি করিঅই
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি আই॥[৭]

(অর্থ– সকল সমাধিতে কি হয়, সুখ দুঃখে নিশ্চিত মৃত্যুকে এড়ানো যায় না।)

Scanned by CamScanner

সিদ্ধাচার্য দ্বারিকের ও অনুরূপ উক্তি–

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণ বখানে।[৮]

এই রকম শাস্ত্রচর্চা, তপজপাদির প্রতি কাহ্ন পাও বিরক্ত। তাই 'আগম পোথী হট্টা মালা'-কে তিনি 'আলাজালা' বা বাজে জিনিস বলেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি অবহট্ট ছড়া স্মরণীয়–

কিং তো দীবে কিং তো নিরুজ্জে
কিং তো কিজ্জই মন্তহ মেঘ
কিং তো কিজ্জই মন্তহ সেঁব্ব
কিং তো তিথ তপোবন জাই
মোকখকি লরভই পানি হাই॥

এই মন্তব্য ধারায় আর্যদেব আরও এগিয়ে প্রতিষ্ঠিত মূল্য বোধকে প্রত্যাখান করে তিনি বলেছেন–

ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার।
চাহন্তে চাহন্তে সুণবি আর
আজদেবে সঅল বিহারিউ
ভয় ঘিণ দূর নিবারিউ॥[৯]

এ যেন বাউল সাধনার গোড়ার কথা– 'লজ্জা ঘেন্না ভয় / তিন থাকতে নয়'। বাউল ধর্মও *চর্যাপদের* ধর্মের মতো *বেদ* বহির্ভূত ধর্ম। এখানে যেন শাস্ত্রের চেয়ে সত্য বড়ো, ধর্ম আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। বাউল গানে চিরাচরিত ধর্মপ্রথার প্রতি সুস্পষ্ট অনীহা প্রকাশিত হয়েছে–

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী।
নিকষে ঘসয়ে কমল আ মরি মরি॥[১০]

চর্যাপদের মতো বাউল ধর্মের সাধকেরা ও গুরুর প্রতি একনিষ্ঠ। তাই প্রথম চর্যাতেই বলা হয়েছে কায়াবাদী এ ধর্মের রহস্য উন্মোচনের জন্য গুরুর স্মরণাপন্ন হতে হবে–

লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।

অনুরূপ ভাবে সাধনার পথে পদক্ষেপ করতে কম্বলম্বর ও সদগুরুর আশ্রয়ে যেতে বলেন। এই গুরু পরম্পরা বয়ে চলছে বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যেও। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানবগুরু হয়ে গেছেন ঈশ্বরের সমান। এই গুরু বাউল শিষ্যদের 'রাগের আচার' পদ্ধতির শিক্ষা দেন, প্রকৃতি-পুরুষ ঘটিত যোগ সাধনার সময় স্বয়ং উপস্থিত থেকে সাধন প্রণালীর গুহ্য রহস্য উন্মোচন করেন। সাধক-সাধিকার অন্তর্জীবন বর্হিজীবন গুরুর কাছে সদা সর্বদা উন্মুক্ত। গুরু শিষ্যের এই সম্পর্ক বাউল সাধনায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

গুরুবাদী এ সাধনা *চর্যাপদে* সহজ সাধনা নামে অভিহিত। তাই তাড়কের উক্তি–

অনুভব সহজ মা ভোল রে জাই।

Scanned by CamScanner

চর্যাকারদের মতো বাউলদের সহজ সাধনা, সহজ ভাবের-সহজ দেশের– সহজ রাগের সাধনা। তা সিদ্ধ করতে বাউলদের প্রতি শর্ত নির্দেশ–

সহজ হয়ে সহজ ধ্যায়ে, সহজ অনুগত নই।

তবে এ সাধনা যুগল সাধনা। নারী পুরুষ মিলিত এই সাধনায় নারী, পুরুষের কাছে সহজ। সহজের ব্যাখ্যায় চর্যাকারদের বক্তব্য–

তোহোরী নিঅ ঘরিনী নাম সহজ সুন্দরী।

নিজের স্ত্রী নিজের কাছে সহজ। তার প্রতি অবিশ্বাস করতে *চর্যাপদে* নিষেধ করা হয়েছে–

সহজ পথিক মা ভান্তি বাসো।

বাউল গানের মধ্যেও এই মন্তব্য রয়েছে– 'সেই সহজ পথিককে ভুল বুঝো না, বা তাকে অবিশ্বাস করো না'। বিভিন্ন চর্যায় ডোম্বী, চণ্ডালী, শবরী, নৈরামনি প্রভৃতি শক্তির উল্লেখ এবং স্তুতি এই জন্যই এসেছে। এই ধারা আধুনিক বাউল সাধনায় অনুসৃত হয়েছে।

চর্যাপদে দেহসাধনার উপায় স্বরূপ যোগ সাধনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ চর্যায় গুম্ভরী পা মানবদেহ রূপ 'সাসুঘর' এর সাধন ক্রিয়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেছেন–

সাসু ঘঁরে ঘালি কোঞ্চা তাল
চান্দ সুজ বেণি পখা ফাল। [১১]

(অর্থ– শ্বাসের ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে চন্দ্র সূর্য পাখা দ্বয় বিস্তার করা।)

যৌগিক প্রক্রিয়ায় এ ধরনের শ্বাস সাধনা বা প্রাণায়াম বাউল মতেও অনুসৃত। বাউলেরা রেচক, পূরক, কুম্ভক, ক্রিয়ায় অভ্যস্ত এবং তাঁরা 'শ্বাসের ঘর'-কে 'দমের ঘর' বা 'হাওয়ার ঘর' প্রভৃতি বলেন। এমনকি অর্থে ইড়া-পিঙ্গলা অর্থে চন্দ্র-সূর্যের ব্যবহার বাউলগানের বিদ্যমান। যথা–

চন্দ্রপথে সূর্য চলে
সূর্য পথে চন্দ্র খেলে
দেখিস যেন এক নাড়ীতে
ভাবিস যেন দুই সেরে যাই। [১২]

চর্যাপদে বত্রিশ (বতিস জোইনী তসু অঙ্গ উল্হসিউ) এবং চৌষট্টি (চউকোড়ি ভন্ডার মোর লইআ সেস) নাড়ীর সাধনার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া আছে। কিন্তু বাউল গানে তিন, দশ, চব্বিশ, চৌষট্টি ও তিনশ ষাট রসের নদীর সাধন সংকেত বিদ্যমান।

চর্যার ধর্মমতে দেহ মিলন নয়, নারী জননাঙ্গ নিঃসৃত 'রস' বা 'মহারস' তথা 'রসায়ন' পানের ইঙ্গিত বর্তমান। জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় স্বরূপ 'রসায়ন' পানের কথা বলেছেন সরহপা। তার উক্তি–

Scanned by CamScanner

জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা
সো করউ রস রসানেরে কথা।[১৩]

(অর্থ– যার এখানে জন্ম মৃত্যুর ভয় আছে সে রস রসায়নের আকাঙ্খা করুক।)

এ বক্তব্য বাউলদেরও। বস্তুত তাদের নীর-ক্ষীর তত্ত্ব[১৪] ও চর্যার রস রসায়ন তত্ত্ব অভিন্ন। এমনকি সেই রস সাধনার পদ্ধতিও এক। গুন্ডরী পা ৪ নং পদে রস সাধনার পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন–

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥[১৫]

চর্যায় যোগিনীর অধরে অধর দিয়ে রস পানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই ইঙ্গিতের কথা আমরা লালনের গানের মধ্যেও দেখতে পাই– 'ধররে অধর চাঁদেরে / অধরে অধর দিয়ে'। *চর্যাপদ* ও বাউল গানে ব্যবহৃত এই 'অধর'-ই 'জনাধর'। *চর্যাপদে* 'রস পান' করার সময় সময়ের সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই সময়ই বাউল গানে এসেছে 'মহাযোগ' রূপে। লেখাবাহুল্য বাউলের মতো *চর্যাপদের* রচয়িতাদের সাধনায়ও রজঃস্বলা নারীর সহচার্যে রসায়ন পানের বিধি ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। তাই চর্যাকর্তা সরহপা রস পান কালে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে রসের সঙ্গে বিষের অবস্থিতির উল্লেখ করেছেন ৩৯ নং পদে–

অমিয়া আচ্ছন্তেঁ বিস গিলোস রে চিঅ পসর বস অপা।[১৬]

এখানে 'অমৃত' অর্থে পরিশুদ্ধ রজঃরস এবং 'বিষ' অর্থে অশোষিত রজঃরক্ত। 'পরবস' অর্থে কামের অধীন। কাজেই বাউলের মতো *চর্যাপদেও* 'বিষ সুধা করে জুদা' রসায়ন পানের আভাস পাওয়া যায়।

চর্যাপদে তান্ত্রিকতার প্রভাব থাকলেও কামোপভোগের নির্দশন এখানে নেই। বরং তারা নির্বিচারে দেহ উপভোগের পরিবর্তে বাউলদের মতো জ্যান্তে মরার আর্দশকে তুলে ধরেছেন। বাউল গানের মতো *চর্যাপদেও* সাধক-সাধিকাকে নারী পুরুষের এই দ্বৈতভাব ত্যাগ করে অদ্বৈতবোধে উপনীত হতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ২২ নং পদে সরহ পদ বলেছেন–

জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো॥[১৭]

যাতে জন্ম তাতেই মৃত্যু, তাই জীয়ন্তে মরণে দুঃখ কোথায় ? বাউল গানে সেই কথাই বলেন লালন ফকির–

যে জন জ্যান্তে ম'রে খেলতে পারে
সেই সে যাবে বেঁচে।

অতএব সাধনার এই সংযত আচরণের ক্ষেত্রেও *চর্যাগীতিতে* বাউলের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি কালগত, ভাষাগত,

Scanned by CamScanner

প্রকাশ, পদ্ধতি গত ব্যবধান থাকলেও বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যা গান ও বাউল সগোত্র।

সমস্ত আলোচনার শেষে একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগ্রত হয়। *চর্যাপদ* রচিত হয়েছে মোটামুটি অষ্টম-শতাব্দীর থেকে আর বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়পাদে। দীর্ঘ এই কাল ব্যবধানে *চর্যাপদের* ধর্ম দর্শন কেন বাউল ধর্ম দর্শনে প্রতিফলিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে যোগসূত্রটা কী ? উত্তরে বলতে পারি মালার এই সূতোটা হচ্ছে 'তন্ত্র'। প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সাধনায় বিশ্বাসী। ব্রাহ্মণবাদীরা *গীতার* কর্মবাদে বিশ্বাসী তেমনি উচ্চশ্রেণির প্রাগার্যদের মধ্যে ভক্তিবাদ ও নিম্ন শ্রেণির প্রাগার্যদের মধ্যে যোগ ও তন্ত্র সাধনা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এই তন্ত্র থেকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, মন্ত্রযান– কালচক্রযান– সহজযান ও নাথ পন্থের উদ্ভব। এর জের রয়েছে বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল মতে।

একসময় নাথ পন্থ ও সহজিয়া মতের প্রাধান্য ছিল বাংলায়। *চর্যাগীতি* ও নাথসাহিত্য তার প্রমাণ। কালক্রমে রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা এসে ভিড় করে ইসলাম ধর্মে ও বৈষ্ণব ধর্মে। ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মে ভিড় করলেও তারা তাদের পুরানো ধর্মমতকে ভুলতে পারেনি এবং পুরানো ধর্মমতের চিন্তা ভাবনা নতুন ধর্মে প্রবেশ করতে থাকল। এখান থেকে হিন্দু মুসলমানের যৌথ মিলনে সৃষ্টি হল বাউল ধর্মমতের। এ প্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্তের মত খুব প্রাসঙ্গিক–

> বাঙলাদেশে এবং তৎসংলগ্ন পূর্ব ভারতীয় অঞ্চল সমূহে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্মকে বজ্রযান সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল... বাঙলাদেশে যত হিন্দুতন্ত্র প্রচলিত আছে তাহা মোটামুটি ভাবে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত। ... ভারতবর্ষের তন্ত্র সাধনা মূলত একটি সাধনা। এই তন্ত্রসীমানার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ দোঁহাকোষ এবং চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজিয়া রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রম পরিণিতি বাঙলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।[১৮]

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. সুধীর চক্রবর্তী; *বাউল ফকির কথা;* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স; ১ম আনন্দ সংস্করণ, আগস্ট ২০০৯; পৃ. ২৬।

২. আহমদ শরীফ; 'বাউলতত্ত্ব'; *বাঙালির দর্শন: মধ্যযুগ;* ড. এম. মতিউর রহমান (সম্পা.); ঢাকা: অবসর; ১ম প্রকাশ, আগস্ট ২০১৫; পৃ. ৪৬৮।

৩. অক্ষয়কুমার দত্ত; *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়;* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী; ১৯৮৭; পৃ. ৪৫।

৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা;* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ১৩২৩ ব.; পৃ. ৩৬।

৫. ক্ষিতিমোহন সেন; *বাংলার বাউল;* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৯৩; পৃ. ১।

Scanned by CamScanner

৬. আহমদ শরীফ; *প্রাগুক্ত;* পৃ. ৪৮১।
৭. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; *প্রাগুক্ত;* পৃ. ১।
৮. *তদেব;* পৃ. ৫৩।
৯. *তদেব;* পৃ. ৪৮।
১০. হাসনা বেগম; 'বাউল দর্শন'; *বাঙালির দর্শন: মধ্যযুগ; প্রাগুক্ত; পৃ. ৫০৬।*
১১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; *প্রাগুক্ত;* পৃ. ৯।
১২. এস.এম. লুৎফর রহমান; 'প্রাচীন সাহিত্যে বাউল মতবাদ'; *বাঙালির দর্শন: মধ্যযুগ; প্রাগুক্ত;* পৃ. ৪২৮।
১৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; *প্রাগুক্ত;* পৃ. ৫৮।
১৪. নীর-ক্ষীর: বাউলেরা রজঃ-কে 'নীর' ও শুক্র-কে 'ক্ষীর' বলে অভিহিত করে 'রজোবীজ' বা 'নীরক্ষীর' মিলিত সত্তাকে সহজ মানুষের স্বরূপ বলে মনে করে। সাধক সাধিকরা মিলনের জন্য 'চারিচন্দ্রভেদ' সাধন প্রণালী আয়ত্ত করতে হয়। বাউলদের মতে চারচন্দ্র হল রজঃ, শক্র, মূত্র এবং মল। এরা রজঃকে 'রূপ', শুক্রকে 'রস', মূত্রকে 'রস', ও মলকে 'আমি' বলে। বাউল সাধকেরা মনে করেন সাধক-সাধিকা একে অপরে চারিচন্দ্র গ্রহণে দেহ পরিপক্ক হয় এবং শরীরে এক অচঞ্চল শক্তির সঞ্চার হয়। এই বস্তু গ্রহণের সময় সাধক সাধিকা নির্বিকার থাকে এবং তারা মনে করে লজ্জা ঘৃণা ভয় থাকলে এ সাধনা পূর্ণ হবে না। এই প্রক্রিয়া তারা দিনের পর দিন করতে থাকে। বাউল সাধনায় এই ক্রিয়া অপরিহার্য, বাউলেরা এ বিষয়ে কদাচিৎ সংকেত দিয়েছেন। রজোবীজ গ্রহণের সমন্ধেই বাউল গানে সংকেত পাওয়া যায়। এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনায় আগ্রহী থাকলে দ্রষ্টব্য– উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; *বাংলার বাউল ও বাউল গান;* কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক; ১৩৬৪ ব.; পৃ. ৪২৪-৪২৫।
১৫. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; *প্রাগুক্ত;* পৃ. ৯।
১৬. *তদেব;* পৃ. ৬০।
১৭. *তদেব;* পৃ. ৫৮।
১৮. শশিভূষণ দাশগুপ্ত; *ভারতীয় শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য;* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ; ১ম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৬৭ ব.; পৃ. ১১।

Scanned by CamScanner